সিডনিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:"মৃত্যু ও অমরত্ব" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

হ্যাপি রহমান,সিডনি: গত ২৯ আগষ্ট,শনিবার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলড়্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া এক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিলো - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:"মৃত্যু ও অমরত্ব"। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউ ক্যাসেল ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন এ্যান্ড পাবলিক হেলথের সিনিয়র লেকচারার ড. আবুল হাসনাত মিল্টন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রিয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ও সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন অস্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার মান্যবর কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের অনারারী কনসাল জেনারেল মি. এ্যান্থনী কুরি।

অনুষ্ঠানের শুরম্নতেই উপস্থিত সকলে দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যদিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহীদানের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। নীরবতা পালন শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারী গিয়াস উদ্দিন মোলস্না। এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোকপাত করে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়ে ওঠা এ প্রজন্মের ঐহিক তারিক।

প্রধান বক্তা ড. হাসান মাহমুদ এমপি তার বক্তব্যে বলেন,বঙ্গবন্ধুর অসাধারন নেতত্ব বাঙালিকে এক কাতারে আনতে সড়্গম হয়েছিলো। তিনি জাতির জনকের কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের শিড়্গা,স্বাস্থ্য,খাদ্যও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সফলতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, দেশ এখন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল তখনও বাংলাদেশে এর কোন প্রভাব পড়েনি। বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হতে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার জনগণের কল্যানে এবং বিশ্বের মাঝে একটি স্বাধীন মর্যাদা সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মধ্যদিয়ে জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী রাস্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর উদারতা-সরলতা থেকে যাই করে থাকুক না কেন, একটি অবহেলিত জাতিকে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে বাচার ও বাংলাকে একদিন সোনার বাংলায় রূপান্তর করার স্বপ্ন তিনিই দেখিয়েছেন। তিনি কোন ব্যক্তি, পরিবার বা দলের সম্পদ নন।তিনি গোটা জাতির সম্পদ। যতদিন বাংলার আকাশে লাল সবুজের পতাকা পতপত করে উড়বে ততদিন তার নাম চির অম্লান হয়ে থাকবে। দেশ ও জনগনের প্রতি তার বিশ্বাস,ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের অনুপম গুনাবলী সবার কাছে অনুকরনীয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাজী ইমতিয়াজ হোসেন,এ্যান্থনী কুরি,বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা রবীন বনিক, বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অব অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি শেখ শামীমূল হক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারী গিয়াস উদ্দিন মোলস্না,মি. প্রবীর মৈত্র, মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার ড. ফরিদ আহমেদ,ড.অরবিন্দু সাহা, নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন ও পাবলিক হেলথের সিনিয়র লেকচারার ড. বায়েজিদুর রহমান,ড. রতন কুন্ডু, ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির জনাব তানভির আবির ও ঐহিক তারিক। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুত সিং চুন্নু।

বক্তারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করেন হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি,বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারা বলেন,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতিসত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে যার অস্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু শুধু জাতির পিতা ছিলেন না,ছিলেন আপামর বাঙালির বন্ধু। পিতা যখন সন্তানের বন্ধু হয়ে ওঠেন তখন সেই পিতা জাতির জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন সন্তানদের বেড়ে ওঠার জন্য। বঙ্গবন্ধুই একমাত্র বাঙালি যিনি বন্ধু ও পিতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিলো এ দেশের গন মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লড়্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। এ দর্শনের ভিত্তিমূলে ছিলো এক ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে,কেবল জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দর্শন অনুয়ায়ী ,গনমানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার লড়্যে শেষ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, যেখানে সাংবিধানিকভাবেই ' প্রজাতন্ত্রের সকল মালিক জনগণ।'এ দর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলন হলো তার স্বপ্ন-সোনার বাংলার স্বপ্ন,দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন, শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিলো। ৭১'এর ঘাতকরা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিলো। প্রথম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ৭৫'এর ১৫ আগষ্ট। পরে আমরা ৩রা নভেম্বর চার জাতীয় চার নেতার হত্যাকান্ড দেখেছি। ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলাকারীরা একই। তারা আলাদা কেউ নয়।

সভাপতির বক্তব্যে সিরাজুল হক বলেন,প্রতি বছর আগস্ট মাস এলেই বিশেষ করে সবাই স্মরণ করে বঙ্গবন্ধুকে। কিন্তু আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুকে প্রতিদিনের চিন্তায় কখনো আলাদা করা যায় না। বাংলাদেশ নিয়ে কথা হলে,এ দেশের স্বপ্ন নিয়ে কথা হলে,মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে হয় আর এসব আলোচনায় বঙ্গবন্ধু অবধারিত নাম। আসলে বাংলাদেশ,মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু এই তিনটি শব্দই সমার্থক। এই তিনটির যে কোন একটিকে আলাদা করে বিশেস্নষন করার সুযোগ নেই। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতাকে যার জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আমরা তার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

সমাপনী বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুত সিং চুন্নু জানান,ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিকৃতি স্থ্বপনের চেষ্টা চলছে। কর্তৃপড়্গের অনুমতি পেলেই দ্রম্নত কাজ শুরম্ন হবে। তিনি উপস্থিত সবাইকে এবং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সেমিনারটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সেমিনার শেষে প্রিয় অস্ট্রেলিয়া ডট কম এর সৌজন্যে প্রদর্শিত হয় টেলিফিল্ম " বিজয়ের মহানায়ক"।

সেমিনারে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি,সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা,স্থানীয় টিভি,রেডিও,অনলাইন পোর্টাল ও পত্রিকার সম্পাদক,লেখক,ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ারসহ নানান পেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার কোষাধ্যড়্গ জনাব আব্দুল বারেক খান এবং সাংগাঠনিক সম্পাদক জনাব মাহবুবুর রহমান।

Seminar On:
Chief guest: Engineer Mosharaf
Chief Speaker: Dr. Hassan Mahmud,
Special Guest:
H.E. Kazi Imtiaz Hossain, High Commissioner
Hon. Matt Thistlethwaite, MP
Saturday, 29th August 2015
University of New South Wales, Sydney, Australia
UNSW

Seminar On:
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Death and Eternity
Chief guest: Engineer Mosharaf Hossain, MP
Chief Speaker: Dr. Hassan Mahmud, MP
Special Guest:
H.E. Kazi Imtiaz Hossain, High Commissioner
Hon. Matt Thistlethwaite, MP
Saturday, 29th August 2015
University of New South Wales, Sydney, Australia
Organised By: Bangladesh Awami League Australia
UNSW

BangaBandhu Sheikh Mujib:
Death and Eternity
UNSW

UNSW

Bangladesh Awami League Australia
UNSW

Bangladesh Awami League Australia
UNSW